ব্ল্যাকমার্কেট দমন কর

(গল্পগ্রন্থ – অসাধারণ)

চিঠিখানা পাইয়া বড়ই রাগ হইল। সকালে চা-পান করিয়া সবে সেরেস্তায় আসিয়া বসিয়াছি, আর অমনি পিওন আসিল। ঘড়িতে দেখিলাম মাত্র আটটা। বলিলাম—আজ এত সকালে ?

পিওন বলিল—না বাবু, সকাল আর কই ?আপনার দুটো মনিঅর্ডার আছে, ভাবলাম আগে বিলি করে তবে অন্য জায়গায় যাই—একটু পরে মক্কেলের ভিড় হলে তখন আপনি ফুরসত পাবেন নাহয়তো। নিন, সই দুটো করে দিন—পঞ্চাশ টাকা আর আটাশ টাকা এগারো আনা—

মক্কেলদের টাকা অবশ্য। কোর্টের খরচা। বিজন মুহুরিকে ডাকিয়া বলিলাম—দ্যাখো তো এসমাইল বদ্দি বাদী, ফজলুল গাজি বিবাদী। কেসের তারিখটা কত ?

বিজন আমাদের সেরেস্তায় অনেকদিনের মুহুরি। আমার ও আমার দাদার। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আমল হইতে উহারা এখানে আছে। বিজনের বাবা ৺রামলালচক্রবর্তী আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মুহুরি ছিলেন। আমাকে ও আমার দাদাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। বিজনের সঙ্গে বাল্যে খেলাধূলা করিয়াছি, আবার সেই বিজন আমাদের সেরেস্তায় মুহুরিগিরিকরিতেছে আজ বাইশ বৎসর। খুব হুঁশিয়ার লোক।

বিজন খাতা দেখিয়া বলিল—২২শে আগস্ট। কত টাকা পাঠিয়েছে এসমাইল ?

—আটাশ টাকা এগারো আনা—

—ফেরত দিন মনিঅর্ডার, সই করবেন না বাবু—

—কেন ?

—আপনার চার টাকা আর কোর্টফির দরুন আমার কাছে ধার দু টাকা ওর মধ্যে ধরা নেই।

—ঠিক তো ?

—ঠিক বাবু, এই দেখুন খাতা।

লিখিয়া দিলাম "রিফিউজ্‌ড"। অন্যটি সই করিয়া লইলাম, মুহুরিকে বলিলাম—টাকা দেখে নাও। ভজু চাকর আসিয়া বলিল—বাবু, বাজারের টাকা—

—দাদার কাছে নিগে যা—

—তিনি বাড়ি নেই। বেড়িয়ে ফেরেননি এখনো। ঠাকরুন বলে দিলেন, মাছ এক সের আর মাংস এক সের লাগবে।

—মাংস আবার কি হবে আজ ?আঃ, বিরক্ত করলে সব ! খরচ করেই সব উড়িয়ে দিলে।রোজ মাংস ! নিয়ে যা একখানা নোট—বিজন, একখানা দশ টাকার নোট দাও তো ফেলে এদিকে। দুধের তিন টাকা শোধ করে দিয়ে আসবি আজ, বুঝলি ?

পিওন হাসিয়া বলিল—বাবু, আপনাদের বড় সংসারে আপনারা যদি রোজ মাংস না খাবেন তো খাব কি আমরা ?আপনাদের দিয়েচেন ভগবান খেতে, আপনারা খাবেন না ?ও আড়াই টাকা মাছের সের হলেও আপনাদের গায়ে লাগে না, তিন টাকা হলেও আপনাদের গায়ে লাগে না। আমরা এক টাকাতেই মরি।

পিওন ও চাকর চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমার ইঙ্গিতে বিজন পিওনকে একটা সিকি ফেলিয়া দিল। দুজন চাষিলোক ঘরে ঢুকিয়া বলিল—বাবু ছালাম। শরৎবাবু উকিলের বাড়ি কি এডা ?

—হ্যাঁ, কেন ?

—একটা মকদ্দমা আছে বাবু। আরজি করে দিতে হবে একটা—

—কি কেস ?কোথায় বাড়ি ?

—বাবু, আমার বাড়ি রাইপুর আর এ আমার খালাতো ভাই, এর বাড়ি ন-হাটা। আমাদের একটা আমবাগান ছেল—তা আমার চাচা হবিবর সেখ—

মক্কেল জটিল গল্প ফাঁদিবে বুঝিয়া বিজন মুহুরিকে বলিলাম—এদের কেস শোনো। আমি ততক্ষণ ডাকের চিঠিগুলো দেখে নি—খবরের কাগজখানায় চোখ বুলিয়ে যাই। যাও তোমরা ওদিকে যাও—টাকা এনেচ সঙ্গে ?

—হ্যাঁ বাবু।

—কত টাকা ?আরজি করার ফি ছ টাকা লাগবে। সব জিনিসের দাম বেড়েচে, চার টাকায় আর হবে না।

—তা দেব বাবু ঝা লাগে—আমাদের শুনুন তবে বাবু কি নেগগেরো, এই আমার খালাতো ভাই—

—যাও ওদিকে যাও—

এইবার ডাকের চিঠি খুলিতে খুলিতে এই চিঠিখানা পাইলাম। পড়িয়া বিরক্তি বোধ হইল। চিঠিখানা এই—

শুভাশীর্বাদমস্তুরাশয় বিশেষঃ

বাপজীবন অত্র সকল কুশল জানিবা। তোমাদের অনেকদিন কোনো সংবাদ পাই নাই। পরে লিখি যে আমাদের গৃহদেব শালগ্রামের পূজার জন্য তোমরা যে ২৷৷০ প্রতি মাসে পাঠাইয়া থাক, তাহা এযাবৎ নিয়মিত পাইয়া আসিতেছি। কিন্তু লিখি যে বর্তমান অবস্থায় সকল জিনিস আক্রা। এক সের আলো চাউলের মূল্য মাখনহাটির বাজারে আট হইতে দশ আনা। একটি পাকা কলা এক পয়সা মূল্যে হাটে বিকায়। এ অবস্থায় পূজার দরুন প্রতি মাসে ছয় টাকা করিয়া না দিলে আর পারা যাইতেছে না। সকল দিকে বিবেচনা করিয়া আগামী মাস হইতে ছয় টাকা করিয়া পাঠাইবে। খুড়া মহাশয় রামধন চক্রবর্তী সম্প্রতি পায়ে আঘাত পাইয়া বড় কষ্ট পাইতেছেন জানিবা। বধূমাতাদের আশীর্বাদ জানাইবা।
সাং বাহিরগাছি

বর্ধমান জেলা

ইতি—

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীহরিসাধন দেবশর্মা

একটু পরে দাদা বেড়াইয়া ফিরিলেন, তাঁর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বিজনকে বলিলাম—একবার বড়বাবুকে ডাক দাও তো। উনি বোধ হয় সেরেস্তায় গিয়ে বসেচেন।

দাদা আসিয়া বলিলেন—কি রে ?

—এই দেখো হরি ভট্চাজ আজ দেশ থেকে চিঠি লিখেচে ছ টাকা না পাঠালে মাসে মাসে আর সে ঠাকুরপুজো করবে না।

দাদা পত্র পড়িয়া কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—ও ! ঠাকুর-পুজোতেও ব্ল্যাক মার্কেট। দয়া করে তো টাকা দিচ্চি। নামেই পৈতৃক ভিটে, কখনো যাইও নে। জ্ঞাতিরা বাড়িতে আছে। ও টাকা তো স্টাইপেন্ডের সমান দিচ্চি আমরা। বেশ, না পুজো করেন না করবেন ! টাকা একদম বন্ধ করে দাও সামনের মাসে। গৃহই নেই তো গৃহদেবতা !

তাহাই করিলাম। দু মাস কোনো টাকা গেল না। চিঠিপত্রও নয়।

দু মাস পরে আর এক চিঠি দেশের। খুলিয়া পড়িলাম—

শুভাশীর্বাদমস্তুরাশয় বিশেষঃ

অত্র পত্রে কুশল জানিবা। পরে লিখি যে বাবাজীবন তোমাদের পৈতৃক গৃহদেবতা শালগ্রাম সেবার জন্য যে ২৷৷০ করিয়া মাসে মাসে পাঠাইয়া থাকো তাহা আজ দুই মাস বন্ধ হওয়ার কারণ কিছু বুঝিলাম না। আমরা তোমাদের বংশের কুলপুরোহিত। বর্তমানে অবস্থা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। যাহা পাঠাইতেছিলে না দিলে পূজাও বন্ধ হয়, সংসারের সাহায্যও পাওয়া যায় না। অতএব টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিবে না। খুড়া মহাশয় সম্প্রতি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। পত্রপাঠ টাকা মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইবা। বধূমাতাদের আশীর্বাদ দিবা।

সাং বাহিরগাছি

বর্ধমান জেলা ইতি

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীহরিসাধন দেবশর্মা

দাদাকে পড়াইলাম। দাদা বলিলেন—দাও পাঠিয়ে। বদমাইশি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েচে। ব্ল্যাক মার্কেট করতে এসেচে ঠাকুরপুজোয়।

সেইদিনই দাদার বড় ছেলে—শুভেন্দু কলিকাতা হইতে বাড়ি আসিল। তাহার পরনে কাঁচি ধুতি দেখিয়া বলিলাম—এ কোথায় পেলি রে ?কত নিলে ?

শুভেন্দু প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। দাদার বড় ছেলে। বেশ শৌখিন। সে হাসিয়া বলিল—কাকা, কত বলো তো ?

—কি জানি বাপু, আমরা বুড়ো মানুষ—ও সব আগে তো পাঁচ-ছ টাকা ছিল।

—ত্রিশ টাকা একখানা। তাও লুকিয়ে এক দোকান থেকে সন্ধের পর কেনা। এমনি কোথাও মেলবার জো নেই। ভালো না ?জরির আঁজি দ্যাখো—

এই সময় দাদাও আসিলেন। দুজনেই কাপড় দেখিলাম। দেখিয়া শুভেন্দুর ক্রয়-নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।